পৃষ্ঠা ১৭৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 1 2 1999 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

204

শিক্ষায় ভেজাল ॥ প্রকৃত
ডিগ্রীধারীরা কোণঠাসা

ভেজালের ভিড়ে আসল উধাও ১০

আনোয়ার আলদীন ॥ দেশে এখন জাল-ভেজাল সার্টিফিকেটের রমরমা ব্যবসা চলিতেছে। ভুয়া-ভেজাল ডিগ্রীধারীদের ভিড়ে প্রকৃত মেধাবী ডিগ্রীধারীরা চাকুরী এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বঞ্চিত হইতেছে। কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে মিলিতেছে এসএসসি, এইচএসসি, বিএ, বিএসসি, বিকম, অনার্স-মাস্টার্স পরীক্ষা পাসের ভেজাল-দুই নম্বর সার্টিফিকেট ও নম্বরপত্র। অফিস-আদালতের চাকুরী ক্ষেত্রে চলিতেছে এই জাল-ভেজাল দুই

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

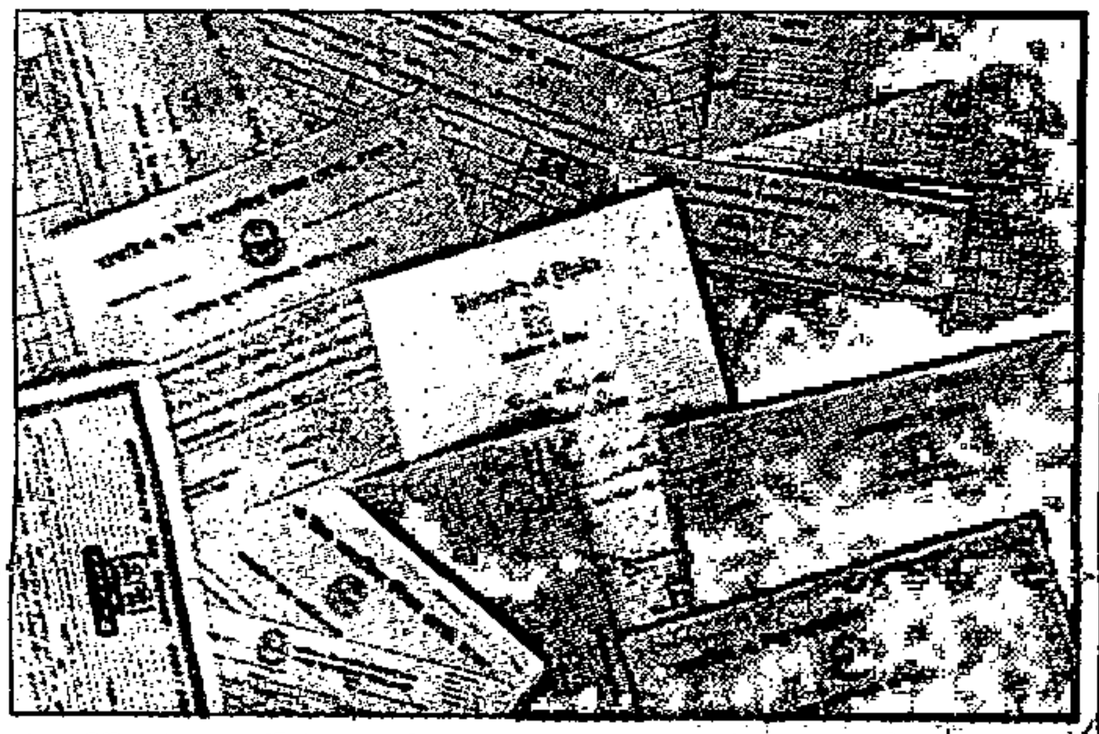

এই সার্টিফিকেট ও মার্কশীটের কোনটি আসল আর কোনটি নকল তাহা বুঝা দায়। —ইত্তেফাক

ভেজাল-১০

(প্রথম পৃঃ পর)

নম্বর সার্টিফিকেটের রমরমা কারবার। পরিস্থিতি-পরিবেশ এবং ক্রেতাভেদে এই সার্টিফিকেট ও মার্কশীট ২ হইতে ১৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে।

শিক্ষা সনদপত্র জালিয়াতির এই ঘটনা নিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও উদ্বিগ্ন। দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে প্রায় ৫ হাজার সনদপত্র জালিয়াতির ঘটনার অভিযোগ দাখিল হইয়াছে। এই ভেজাল সার্টিফিকেটধারীদের সংখ্যা আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপ-আমেরিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির জন্য বাংলাদেশ হইতে যাহারা আবেদন করে তাহাদের সিংহ ভাগই জাল সার্টিফিকেট আর মার্কশীট প্রেরণ করিতেছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষা বোর্ড অফিস এবং 'উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাইতে ইচ্ছুক' প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রতিদিন গড়ে ১৫০টি মার্কশীট, সার্টিফিকেট 'ভেরিফাই' বা পরীক্ষা করার জন্য আসিতেছে বলিয়া পরীক্ষা উপ-নিয়ন্ত্রক জানান। তিনি জানান, 'ভেরিফাই'-এর জন্য প্রেরিত ৩০/৪০ ভাগ সার্টিফিকেট-মার্কশীটই জাল-ভেজাল। আর ইদানীং বিদেশ হইতে যে সার্টিফিকেট 'ভেরিফাই'-এর জন্য পাঠানো হইতেছে তাহার ৬০/৭০ ভাগই জাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিষ্ট্রার (ভর্তি) রেজাউল হক চৌধুরী জানান, গত ২ বছরে ভুয়া, জাল সার্টিফিকেট ও মার্কশীটে ভর্তি হওয়া দেড়শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কশীট ও সার্টিফিকেট জাল করার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীকে সাময়িকভাবে চাকুরীচ্যুত করা হইয়াছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর একজন কর্মকর্তা জানান ঃ গত এক বছরে নগরীর বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী অফিস ও প্রতিষ্ঠানের শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরী হারাইয়াছেন ভেজাল সার্টিফিকেটের মাধ্যমে চাকুরী নেওয়ার কারণে। অনেক অফিস-আদালতে 'চাকুরী হইলে আর যায় না'-এমন অলিখিত নীতির কারণে জাল সার্টিফিকেটে চাকুরী পাইয়া অনেকে এখন বহাল তবিয়তে আছেন।

নিয়ম-নীতি মান্য করিয়া বছরের পর বছর কষ্টসাধ্য পড়াশোনার বালাই নাই, পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, রেজাল্টের জন্য প্রতীক্ষা নাই–কিছু টাকা খরচ করিলেই হাতে আসিতেছে সার্টিফিকেট ও মার্কশীট। কোথায় তৈরী হয় এই মার্কশীট-সার্টিফিকেট তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া পাওয়া গিয়াছে অনেক তথ্য। কিছু ছাপাখানা, বিভিন্ন বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মচারী, জাল স্বাক্ষর ও সুন্দর হস্তাক্ষরে পারদর্শী কিছু ব্যক্তি নিয়া রহিয়াছে একটি জালিয়াতচক্র। এই চক্রের সহিত রাজধানীর বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থে প্রেরণের দুইটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত। তাহাদের মাধ্যমেও বিক্রয় হয় সার্টিফিকেট-মার্কশীট-প্রশংসাপত্র।

ঢাকার মীরপুরের আহমেদনগর, পাইকপাড়া, কল্যাণপুর, কেরানীগঞ্জের ইমামবাড়ী, লালবাগের খাজে দেওয়ান লেন, কেরানীগঞ্জের কাঠপট্টি এবং জিঞ্জিরার শুভাড্যার ৬টি প্রেসে তৈরী হয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কশীট, প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেট। জাল চক্রে রহিয়াছে ১২/১৩ জন দালাল। তাহারা বকশিবাজার শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এর তৃতীয় তলার সনদপত্র বিতরণ কক্ষ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডবাজার ক্যাম্পাসের আশেপাশে ঘোরাফিরা করে। এদের মাধ্যমে বিক্রয় হয় জাল সার্টিফিকেট নম্বর পত্র। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলিলেন ঃ বোর্ডের অফিসের ভিতরের ক্যান্টিন ও বাহিরের মুদি দোকানে ৩ জন 'দালাল' রহিয়াছে বলিয়া তাহার নিকট প্রমাণ রহিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার বিল্ডিং-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী পরিচয় দানকারী মনিরুজ্জামান নামে একজন জাল সার্টিফিকেট-এর দালালী করে। গত বছরে মে মাসে গাজীপুরের একজন তরুণকে ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কথা বলিয়া ১৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে। পরে ঐ তরুণ ভর্তি হইতে আসিলে রেজিষ্টার বিল্ডিং-এর ভর্তি শাখায় হাতেনাতে ধরা পড়ে এবং লিখিতভাবে সে রেজিষ্ট্রার বরাবর সবিস্তারে এই ঘটনা জানায়।

বকশীবাজার এলাকায় 'ভুয়া মমতাজ' নামে এক ব্যক্তি আছেন যিনি নকল হস্তলিখনে সিদ্ধ। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নমুনা স্বাক্ষর, ফ্যাক্সিমিলি এবং এমবোজ সীলসহ অন্যান্য সীলমোহরে বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাত। 'ভুয়া মমতাজ'সহ সিদ্ধ হস্ত ব্যক্তিরা ভিসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও কর্মকর্তাদের নমুনা স্বাক্ষর বার বার অনুশীলন করিয়া রপ্ত করিয়া ফেলে। আর জাল সার্টিফিকেটগুলি এমনভাবে ছাপানো হয় যাহা কয়েক বছর ধরিয়া এই জালিয়াতরা বিক্রয় করিতে পারে। সার্টিফিকেটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার বছরের স্থলে কেবল মাত্র '১৯' ছাপানো হয়। '১৯'-এর পর '৯৯', ৯৮' বা প্রয়োজন মত দুইটি সংখ্যা বসাইয়া যেকোন বছরের পরীক্ষা পাসের ভুয়া কৃতিত্ব দাবী করা যাইতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়ঃ ১৯৯৬ সালের ৮ই অক্টোবর পুলিশ কেরানীগঞ্জের কাঠপট্টির হাজী আব্দুল বারেক রোডের মহসীন প্রেসে ছাপা ৫ লক্ষ সার্টিফিকেট ও মার্কশীট উদ্ধার করে। লালবাগের খাজে দেওয়ান প্রথম লেনস্থ বাড়ীতে রাখা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও নামকরা বিভিন্ন কলেজের মার্কশীট ও সার্টিফিকেট।

জানা যায়, এই জালিয়াত চক্রের নেতা হাসানকে পুলিশ গ্রেফতার করিলেও ২ মাসের ব্যবধানে সে জেল হইতে ছাড়া পায়। বর্তমানে এই চক্র তাহাদের জালিয়াত কর্ম চালাইয়া যাইতেছে।

জানা যায়, চাকুরী, দেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, বিদেশে পড়া-শোনা এবং মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে জাল সার্টিফিকেট বেশী ব্যবহৃত হইতেছে। বিদেশে পড়াশুনার জন্য সম্প্রতি জাল সার্টিফিকেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় জালিয়াত চক্র ইংরেজী সার্টিফিকেট বেশী তৈরী করিয়া থাকে। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী 'তথ্য' ও 'ফলাফল' সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হয় সার্টিফিকেট ও মার্কশীটে। জাল সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, নিউজিল্যান্ড ও কানাডায় ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য আবেদনকারীদের প্রায় অর্ধেকই জাল সার্টিফিকেট ব্যবহার করিয়াছে। নিউজিল্যান্ডের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের নাম জাল সার্টিফিকেটে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাদের নিকট চিঠি দিয়া এই ধরনের জালিয়াতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার দফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান ঃ নিউজিল্যান্ড ছাড়াও অন্যান্য দেশ হইতেও মাঝে মধ্যে এই রকম আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়া চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'টেকনিক্যাল' কারণে ইহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। বাহিরের দেশ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কেবল জাল নাম এবং জাল সার্টিফিকেটে উল্লেখিত রোল নম্বর ও রেজিষ্ট্রেশন নম্বর প্রেরণ করা হয়। কোন ঠিকানা থাকে না। ফলে জালিয়াতদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের এক কর্মকর্তা জানান ঃ এমন সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে প্রেরিত হয় যাহা রীতিমত হাস্যকর। যেমন ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হইতে এমবিবিএস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রীর সার্টিফিকেট তৈরী করিয়া অনেকে প্রেরণ করে। জানা যায়, শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট ও মার্কশীট সরকারী সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ছাপান হইয়া থাকে। এই প্রেসে মুদ্রণের পর বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা এইগুলি বুঝিয়া নেন এবং তাহারা সংরক্ষিত জিম্মায় রাখেন। এই সার্টিফিকেটে থাকে বিশেষ রং এবং জলছাপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটে রহিয়াছে 'রাম ছাগল' এর জলছাপ। যাহা নকল করা সহজ নহে। উহার পরও এই সার্টিফিকেট জাল হইতেছে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নম্বরপত্র জাল করার নব পদ্ধতি হইল ঃ মাল্টি কালার ফটোষ্ট্যাট মেশিনে ছাপা। সহজে যে কেহ জালিয়াতি করিতে পারে। নম্বরপত্র-সার্টিফিকেট জাল করার আবর্তে আসল চিনাও দায় হইয়া পড়িয়াছে।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন ঃ জাল সার্টিফিকেট চক্র উদঘাটন করিয়া তাহাদের মূলোৎপাটন করা জরুরী। শিক্ষার জগতে ইহা এক অশনি সংকেত।